যুগান্তর

তারিখ 27 NOV 2007 পৃষ্ঠা ২৮ কলাম

দুটি ভেটেরিনারি কলেজের ৭ শতাধিক ছাত্র-শিক্ষকের ভাগ্য অনিশ্চিত

মুশতাক আহমদ

দুই মন্ত্রণালয়ের রশি টানাটানিতে ঝুলে আছে বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ ও দিনাজপুর সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের দুশতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী ও পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর ভাগ্য। গত ৭ মাস আগে এ দুটি কলেজ যথাক্রমে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও আজ পর্যন্ত তার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি. উপরন্তু সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিলতা এর ফলে একদিকে শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না ৮ মাস যাবত. অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রমও মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে শেষ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নিতে যাওয়ার প্রক্রিয়া। দিনাজপুর ভেটেরিনারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বলেন, পেটে ভাত না থাকলে জ্ঞান চর্চা কেন, কোন কিছুই ভালো লাগে না।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অনুষদ দুটির অর্থ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ে বর্তমানে দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চলছে স্নায়ু লড়াই. পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

অনিশ্চিত : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

অনিশ্চিত : ভাগ্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কোন ধরনের অগ্রগতি না দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে দুটি বুঝিয়ে দিতে চায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাচ্ছে, স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের আর্থিক কর্মকাণ্ড পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ই সম্পন্ন করুক। এছাড়া কর্তৃত্ব বজায় রাখা নিয়েও উভয় মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চলছে সুপ্ত লড়াই। আর এ লড়াইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে প্রাণান্তকর অবস্থা শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের।

বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট ও দিনাজপুরে ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন চারটি ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিগত সরকারের আমলে চট্টগ্রাম ও সিলেট ভেটেরিনারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হলেও দিনাজপুর ভেটেরিনারি কলেজকে হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজকে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদ হিসেবে আত্তীকরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। এরপর সবকিছু চলছে ঢিমেতালে।

ইতিমধ্যে ২০০৫ সালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ৬৭ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন প্রথমে ৭ মাস বকেয়া হয়ে যায়। একই সঙ্গে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কেমিক্যালস ও পশু-পাখি সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, অর্থাভাবে ডিভিএম ও টেকনিক্যাল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টাডি ট্যুর দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে। পশুখাদ্য সরবরাহ না থাকায় কলেজের পশু-পাখিগুলো মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় ১০ মাস যাবৎ কলেজের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া। যে কোন সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হতে পারে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ আশংকা করছে। ১০ মাস যাবৎ টেলিফোন বিল বকেয়া থাকায় তা বিচ্ছিন্ন করার জন্য টিএন্ডটি থেকে নোটিশও দেয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অর্থে চলছে কলেজের পরিবহন। কলেজের গ্রন্থাগারে সংবাদপত্র ও গবেষণাপত্র কেনা বন্ধ রয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট তো রয়েছেই। ডিসেম্বর থেকে চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নিতে যাওয়ার কথা। ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে ৫টি ব্যাচের আড়াইশ শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক কার্যক্রম।

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. মামুন আহমেদ জানান, দুটি কলেজই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদ হিসেবে স্থানান্তরের সব প্রক্রিয়া শেষ। সব জায়গা থেকেই তারা ইতিবাচক সাড়া ও সহযোগিতা পেয়েছেন। এখন শুধু নীতি-নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত বাকি। তিনি বলেন, গত ৮ মাস এবং তার আগে আরও ৩ মাসের বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না শিক্ষকরা। এ অবস্থায় শিক্ষকরা চলে গেলে ছাত্রছাত্রীদের জীবন দারুণভাবে হুমকির মুখে পড়বে।

দিনাজপুর ভেটেরিনারি কলেজের একজন শিক্ষক জানান, মন্ত্রণালয়ের অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত ঝামেলা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কয়েকজন কর্মকর্তার নেতিবাচক কর্মকাণ্ডও এতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ওই শিক্ষকের অভিযোগ, কর্তারা চাচ্ছেন অনুষদে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করতে। আর এজন্য অন্য প্রতিষ্ঠানে বর্তমান শিক্ষকদের বদলির ফন্দি আঁটা হচ্ছে। এতে হয়তো সংশ্লিষ্টদের নিয়োগ বাণিজ্য ভালো হবে। তিনি বলেন, যেসব শিক্ষক বিগত ৭-৮ বছর যাবত সর্বস্ব উজাড় করে মাসের পর মাস বিনা বেতনে চাকরি করে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, তাদের আত্তীকরণ না করে অন্যত্র বদলি করা যেমন অমানবিক হবে, তেমনি দক্ষ-উপযুক্ত-অভিজ্ঞ-যোগ্য শিক্ষকেরও শূন্যতা সৃষ্টি হবে।

বরিশাল ভেটেরিনারি কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক জানান, গত আগস্ট মাসে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৮ সালের মে পর্যন্ত দিনাজপুর কলেজের ১০৮টি এবং বরিশাল কলেজের ৮৬টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরি দেয়া হয়। কিন্তু পদায়ন না করায় গত মার্চ মাস থেকে বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে। এর আগে আরেকবার (প্রকল্প শেষ হওয়ার পর) বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বরিশাল ভেটেরিনারি কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মতিউর রহমান বলেন, কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তটি ইতিবাচক। এটি কার্যকর হলে ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্যই ভালো। তিনি বলেন, জটিলতা-কুটিলতা সৃষ্টির লোক সব জায়গায়ই কমবেশি আছে। এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। দুটি মন্ত্রণালয় সরকারেরই দুটি হাত। এক হাতের টাকা আরেক হাতে গেলে যেমন সমস্যা নেই, তেমনি একজনের টাকা আরেকজনে শোধ করলেও সমস্যা থাকার কথা নয়। ছাত্র-শিক্ষকদের স্বার্থে সব ধরনের দ্বন্দ্ব-দূরত্ব নিরসনপূর্বক ইতিবাচক পথে অগ্রসর হওয়া উচিত বলে তিনি জানান।

এসব বিষয়ে আজ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে শীর্ষ পর্যায়ের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।